হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আন,
দাও গো আমার হাতে,
ধরব তারে, ভরব তারে,
রাখব তারে সাথে,—
একলা পথের চলা আমার
করব রমণীয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো॥

১৮ ভাদ্র, শান্তিনিকেতন।

১১

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ বিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়,
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।
মোর ধৈর্য্য তোমার রাজপথ
সে যে লঙ্ঘিবে বন পর্ব্বত,
মোর বীর্য্য তোমার জয়রথ
তোমার পতাকা শিরে বয়॥

২২ ভাদ্র, সুরুল।

১২

না বাঁচাবে আমায় যদি
মারবে কেন তবে?
কিসের তরে এই আয়োজন
এমন কলরবে?
অগ্নিবাণে তূণ যে ভরা,
চরণভরে কাঁপে ধরা,
জীবন-দাতা মেতেছ যে
মরণ-মহোৎসবে।
বক্ষ আমার এমন করে'
বিদীর্ণ যে কর,
উৎস যদি না বাহিরায়
হবে কেমনতর?
এই যে আমার ব্যথার ধনি
জোগাবে ঐ মুকুটমণি—
মরণ-দুখে জাগাব মোর
জীবন-বল্লভে॥

সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে
২৬ ভাদ্র।

১৩

মালা-হতে-খসে-পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধরতে দাওগো ধরতে দাও,
ঐ মাধুরী সরোবরের নাই যে কোথাও তল
হোথায় আমায় ডুবতে দাওগো মরতে দাও!

দাওগো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা,
নিভৃতে আজ বন্ধু তোমার আপন হাতের টীকা
ললাটে মোর পরতে দাওগো পরতে দাও।

বছক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে,
শুকনো পাতা মলিন কুসুম ঝরতে দাও।
পথ জুড়ে যা পড়ে আছে আমার এ জীবনে
দাও গো তাদের সরতে দাওগো সরতে দাও!

তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন,
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভরে', ভরে না তায় মন,
অন্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও॥

২১ ভাদ্র, সুরুল।

১৪

সামনে এরা চায় না যেতে
ফিরে ফিরে চায়,
এদের সাথে পথে চলা
হল আমার দায়।
দুয়ার ধরে' দাঁড়িয়ে থাকে,
দেয় না সাড়া তোমার ডাকে,
বাঁধন এদের সাধন-ধন
ছিঁড়তে যে ভয় পায়।

আবেশ-ভরে ধূলায় পড়ে
কতই করে ছল।
যখন বেলা যাবে চলে'
ফেলবে আঁখিজল।
নাই ভরসা, নাই যে সাহস,
হৃদয় অবশ, চরণ অলস,
লতার মত জড়িয়ে ধরে
আপন বেদনায়॥

২৮ ভাদ্র, শান্তিনিকেতন।

১৫

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?
আঘাত হয়ে দেখা দিলে
আগুন হয়ে জ্বলবে!
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা
সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হলে
নদী হয়ে গলবে।
ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে' আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হলে
মরণে ফল ফলবে॥

২৮ ভাদ্র অপরাহ্ণ, সুরুল।

১৬

এই কাঁচা ধানের ক্ষেতে যেমন
শ্যামল সুধা ঢেলেছ গো,
তেমনি করে' আমার প্রাণে
নিবিড় শোভা মেলেছ গো!
যেমন করে' কালো মেঘে
তোমার আভা গেছে লেগে
তেমনি করে হৃদয়ে মোর
চরণ তোমার ফেলেছ গো।
বসন্তে এই বনের বায়ে
যেমন তুমি ঢাল ব্যথা
তেমনি করে' অন্তরে মোর
ছাপিয়ে ওঠে ব্যাকুলতা।
দিয়ে তোমার রুদ্র আলো
বজ্র আগুন যেমন জ্বালো
তেমনি তোমার আপন তাপে
প্রাণে আগুন জ্বেলেছ গো॥

৩১ ভাদ্র, সুরুল।

১৭

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও কি ধরবে?
এই যে আলো
সূর্য্যে গ্রহে তারায়
ঝরে' পড়ে
শত লক্ষ ধারায়,
পূর্ণ হবে
এ প্রাণ যখন ভরবে।
তোমার ফুলে যে রং ঘুমের মত লাগল
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল।
যে প্রেম কাঁপায়
বিশ্ববীণায় পুলকে
সঙ্গীতে সে
উঠবে ভেসে পলকে
যে দিন আমার
সকল হৃদয় হরবে॥

১লা আশ্বিন, সন্ধ্যা, সুরুল।

১৮

তোমার অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে'
তোমার আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে।
তেমনি করে' আপন হাতে
ছুঁয়ে আমার বেদনাতে
নূতন সৃষ্টি জাগল বুঝি
জীবন-পরে।